কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পণ

বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫৫

জুলাই ২০২৩

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৬৯৩৭ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

ইউনিসেফ পিডি ম্যানেজার কোস্ট শিক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পরিদর্শন শেষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং নির্দেশনা প্রদান করেন

ইউনিসেফ পরিদর্শক দলের পর্যবেক্ষন. ছবি-নাসিম. পিও

কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে বর্তমানে ১১ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৩.৫ লাখের বেশি শিশু। আগমনের শুর থেকে, COAST শিক্ষা প্রকল্পটি ক্রমাগত শরণার্থী শিশুদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে যারা মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গাদের আগমনের পর তাদের শিশুদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষার (EiE) প্রয়োজন ছিল। মানবিক সহায়তার অংশ হিসাবে, কোস্ট ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফের সাথে অংশীদারিত্বে, মে ২০১৮ থেকে ৩-১৪ বছর বয়সী রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, COAST সফলভাবে ৮৪টি শিক্ষা কেন্দ্র (এলসি) এবং ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্যাম্প-১৪ তে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১৩ই জুন ২০২৩ শিক্ষা প্রকল্পের পিডি ম্যানেজার এবং ইসিডি ফোকাল ইউনিসেফ, আইএমও অফিসার মাচিকো এবং প্রকৌশলী শানম কারিন অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামেটিক ভিজিট এর অংশ হিসেবে ইউনিসেফের দলটি সকাল সাড়ে ৯টায় ক্যাম্প ১৪ এর ব্লক ই-৩ এবং এ-৫ পরিদর্শন শুরু করেন। মাঠ পরিদর্শনকালে নির্বাহী পরিচালক- রেজাউল করিম চৌধুরী এবং সহকারী পরিচালক- মোঃ শাহিনুর ইসলাম এবং পিআইইউ স্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে তারা উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার (ইউআরওসি) প্রকল্প অফিসে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে যোগ দেন এবং নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং শিখন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাঠ পরিদর্শনকালে তারা ই-৩ ব্লকের মোট ৫টি এলসির শ্রেণি পর্যবেক্ষন এবং এ-৫ ব্লকে সিইএসজি কমিটির সাথে মতবিনিময় করেন। শ্রেণি পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে তারা এলসির ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষণ ও শেখার কার্যক্রম, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা এবং সুস্থতা, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, শিক্ষকের দক্ষতা এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াসহ আরও অন্যান্য বিষয়গুলো যাচাই করেন। পরিদর্শন শেষে প্রকল্প অফিস উখিয়াতে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া সভার আয়োজন করা হয়। সভার মাধ্যমে পরবর্তি উন্নয়নের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যা নিম্নরুপ; ১. এলসির ডেকোরেশন সর্বদা শিক্ষার্থীদের এবং তাদের গ্রেডের উপর ভিত্তি করে সাজানো উচিত। ২. সক্রিয় শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেকোনো গল্প এবং পাঠ শেখানোর সময় শিক্ষকদের সকল শিক্ষার্থীকে নিযুক্ত করা উচিত (প্রথমে শিক্ষক পড়ে শুনাবেন তারপর শিক্ষার্থীরা উভয়ই পড়বে এবং শেষে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরা এককভাবে পড়বে)। ৩. প্রতিফলন/মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি পাঠ শেষ করার পর শিক্ষকদের অবশ্যই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতা (পুরো শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া বা একক) যাচাই করতে হবে। ৪. কোভিড-সম্পর্কিত সমস্ত ফ্লো চার্ট এলসি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ৫. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটি এলসি টাই ডাউন করতে হবে যেগুলো ইতিমধ্যেই ঝুঁকিতে রয়েছে। ৬. প্রোগ্রাম সংগঠকদের সর্বদা মাঠ পর্যায়ের কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকতে হবে। ৭. প্রকল্প প্রকৌশলীকে কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে আরও সক্রিয় হতে হবে। ৮. সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের (বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে) PSEA এবং শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে আরও অবগত হওয়া উচিত। ৯. প্রত্যেক মাসে প্রকল্প একটি ফিল্ড ভিজিট প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং সংশ্লিষ্ট পিডি ম্যানেজারকে জমা দিতে হবে। ১০. প্রকল্পের সিনিয়র সহকর্মীদের এলসি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট চেকলিস্ট অনুসরণ করতে হবে এবং এটি প্রতি মাসে ৪ টির বেশি হবে না।

ইসিডি লারনার আমেনার অর্জন

তার এহেন পরিবর্তনে পিতা মাতা অনেক খুশি।

হাস্য উজ্জ্বল আমিনা, ছবি-মাহবুব ও সালমা, পিও

ইসিডি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমিনা নামে এক শিশু রয়েছে। তার বয়স পাঁচ বছর এবং চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। তার বাবা-মা ছিলেন জীবিকা নির্বাহকারী কৃষক যারা চাহিদা মেটানোর জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তাদের খুব বেশি শিক্ষা ছিল না এবং তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানোর ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। যাইহোক, তারা আমিনাকে ইসিডি কেন্দ্রে নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তারা মনে করেছিল যে এটি তাদেরকে দিনের বেলা নিরাপদ রাখবে। আমিনা এর আগে কখনো স্কুলে যায়নি, এবং সে খুব বেশি বার্মিজ এবং ইংরেজি বলতে বা বুঝতে পারতো না, যা ছিল শিক্ষার ভাষা। সে নতুন পরিবেশ, সুগঠিত রুটিন এবং অন্যান্য শিশুদের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল যারা তার চেয়ে বেশি জানতো। সে তার মায়ের সাথে বাড়িতে থাকা, কাজের সাথে সাহায্য করা এবং তার ভাইবোনদের সাথে খেলা মিস করেন।

এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আমিনা নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। সে শিখেছে কিভাবে পেন্সিল ধরতে হয়, কিভাবে গুনতে হয় এবং কিভাবে বর্ণমালার গান গাইতে হয়। সে কিছু বন্ধু তৈরি করেছিল, যারা ধৈর্যশীল এবং অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষকরা তার সাথে ভাগ করা রঙিন খেলনা, গান এবং গল্পগুলিও সে উপভোগ করেছিল।

যাইহোক, আমিনা তার শেখার যাত্রায় অনেক বাধার সম্মুখীন হন। সে বাড়িতে পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ার কারণে রুগ্ন ছিল। এবং প্রায়ই অপরিষ্কার পানি পান করা বা রান্নাঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া শ্বাস নেওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তো। সে কিছু বড় শিশুদের কাছ থেকেও বৈষম্যের সম্মুখীন হয় যারা তার উচ্চারণ এবং পোশাক নিয়ে ঠাট্টা করতো।

এত প্রতিকুলতার পরও আমিনা অধ্যবসায় এবং ইসিডি কেন্দ্রে যোগদান অব্যাহত রাখে। সে শিখেছে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, কিভাবে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এবং কিভাবে নিয়ম ও রুটিনকে মেনে চলতে হয়। সে তার কৃতিত্বের জন্য কিছু আত্মবিশ্বাস এবং কিছু গর্ব অর্জন করেছে। তার অর্জনের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে সমর্থনও পেয়েছিল, যারা তাকে শিখতে এবং বেড়ে উঠতে উৎসাহিত করছে।

জুলাই, ২০২৩ মাসের কার্যক্রম

কাজের নাম	সংখ্যা
কর্মী নিয়োগ	প্রয়োজনানুসারে
কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ সভা এবং কমিটি রিভিউ	১৩২ টি
পেরেন্টেস এন্ড কেয়ার গিভার সভা ও রিভিউ	১৩২ টি
মাসিক সমন্বয় সভা	**১ টি**
মাসিক টিচারস রিফ্রেশার্স মিটিং	**১টি**
পিএসইএ ও চাইল্ড সেফগার্ডিং প্রশিক্ষণ	**১টি**

যোগাযোগঃ
জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০১৭৬২৬২৪৮০৮
www.coastbd.net

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।